সংবাদ

তারিখ ... 05 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

# নীলফামারীতে প্রধান শিক্ষকবিহীন ৩৩ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়

## ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম

আতিয়ার বাড্ডা, নীলফামারী

নীলফামারী জেলার প্রায় ৩৩ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে প্রধান শিক্ষক ছাড়াই। এসব বিদ্যালয়ে চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়ায় একদিকে ব্যাহত হচ্ছে প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ, অন্যদিকে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, প্রায় সাড়ে ১৮ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত নীলফামারী জেলার ছয় উপজেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দু'হাজার একশ' ৭২টি। এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১ হাজার ২৯টি, যেখানে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষে তিন লাখ ৯০ হাজার ৩৫০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে। অথচ, এসব বিদ্যালয়ে গড় হিসেবে প্রতি তিনটির ভেতর একটিতে প্রধান শিক্ষক নেই। যার মোট সংখ্যা ৩২২ জন। ফলে, 'ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক' দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে চলছে প্রতিষ্ঠান। যেখানে প্রধান শিক্ষক বৃদ্ধিত 'ভারপ্রাপ্ত'র অধীনে গড় শিক্ষার্থীর সংখ্যা একলাখ ৩০ হাজারের মতো। এতো বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অভিভাবকহীণ অবস্থায় পাঠদান নিচ্ছে। প্রায় সোয়া লাখ শিক্ষার্থী এবং এদের অভিভাবক বিষয়টিকে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখছেন। দেখছেন সচেতন মহলও। তাঁরা শিক্ষার এই প্রারম্ভিক স্তরের দুরবস্থাকে ভাবছেন 'গোড়ায় গলদ' হিসেবে। জেলার সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন চলছে ৭১৮ জন প্রধান শিক্ষক এবং চার হাজার ৩৮২ জন সহকারি শিক্ষক দিয়ে। এসব সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন ৩২২ জন। তাঁরা সর্বাবস্থায় ব্যস্ত থাকেন দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সামলাতে। এতে নিজের জন্যে বরাদ্দকৃত শ্রেণীতেও পাঠদান করতে পারছেন না শুধু মাত্র সময় অভাবে। বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনাতেও পিছিয়ে পড়ছে কমলমতি শিশুরা। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে আগামীর পরীক্ষাগুলোতে। এ ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দিলীপ কুমার বণিক বলেন, প্রধান শিক্ষক ছাড়া প্রতিষ্ঠান চালানো কষ্টের ব্যাপার। সহকারী শিক্ষকগন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে থাকায় নষ্ট হচ্ছে চেইন অব কমান্ড। একই পদবীর শিক্ষকরা কমান্ড মানতে চান না। এতে পাঠদানসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম চরমভাবে ব্যহত হচ্ছে। বিষয়টি মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে। আশা করছি শীঘ্রই সমস্যাটির সমাধান হয়ে হবে।